সংবাদ

তারিখ ...28 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ .....

জোট আমলে ৭ হাজার শিক্ষকের অবৈধ নিয়োগ

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে দলীয় লোকসহ প্রায় ৭ হাজার শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ প্রদান করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে করা হয়েছে চরম দুর্নীতি আর ক্ষমতার অপব্যবহার। আবেদনপত্র আহ্বান করার পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দেয়ার পরও ৩ বার অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ না করে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৭ হাজার শিক্ষককে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিজ্ঞপ্তি নম্বর প্রাশিঅ/০১ / (নিয়োগ) ২০০২/স.শি.নি/২২২/১৩০. তারিখ ২৮.০১.২০০২ মোতাবেক সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। এতে সারাদেশে প্রায় ২ লাখ নারী ও পুরুষ সহকারী শিক্ষক এবং শিক্ষিকা পদে নিজ নিজ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করেন। ওই আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করার পর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ওই বছরের আগস্ট মাসে। এরপর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছর ২০০৩ সালের ২৫ মে তারিখে সারাদেশে ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়. যার স্মারক নম্বর প্রাশিঅ ১৮ (নিয়োগ)/০২/শ.সি.ন./ফলাফল/২৩১২ তারিখ ২৫.৫.০৩ইং। নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ দেশের প্রতিটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। মজার ব্যাপার– নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করা হলেও অপেক্ষমাণদের কোন তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এরপরই শুরু হয় অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া। ওই একই তারিখের স্মারক নম্বর ইস্যু করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, যার নম্বর প্রাশিঅ ১৮ (নিয়োগ)/০২/স.শি.ন/ফলাফল/২৩৪৪ তারিখ ২৫.০৫.০২ইং দেখিয়ে আবারও সারাদেশে ৩ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার

অবৈধ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

অবৈধ : নিয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদেশ নামজারি করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আবারও তাদের নিয়োগ দেয়া হলো তা আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়নি। এই ৩ হাজার সহকারী শিক্ষক পদে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তারা আদৌ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল কি না কিংবা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল কি না তা ওই আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়নি। মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তর সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ওই নিয়োগ প্রদান করে। ওই সময় যারা নিয়োগ পেয়েছেন তার বেশিরভাগই সরকারদলীয় লোক এবং এক থেকে দেড় লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে তাদের অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তাই মুখ খুলতে রাজি হননি। এভাবে ৩ হাজার সহকারী শিক্ষককে একই তারিখের অর্থাৎ প্রথম যাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়ে নিয়োগ করার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই একই ... ক্ষেত্রে অফিসের স্মারক ... দেখানো হয়েছে। এতে পরিষ্কার ... হয়, পরের স্মারকে যাদের নিয়োগ ... তাদের বেলায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

এতেও ক্ষান্ত হয়নি জোট সরকার। তারা আবারও দলীয় লোকদের এবং টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করে। তৃতীয় দফায় আবারও ২ হাজার নারী ও পুরুষকে আগের মতোই অত্যন্ত গোপনে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করে ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এবার আদেশনামায় প্রতারণার আশ্রয় নেয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরের মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে সারাদেশে নিয়োগ দেয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করার সময় আদেশনামায় উল্লেখ করা হয় 'উক্ত পদের ব্যয়ভার কোড নম্বর-৩-২৪৩২০০০০ সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বরাদ্দ হতে মেটানো হবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর সম (এসপি)১০৭/৯৯-১৫(৫০)১/১০০০ তারিখ ১৭.১.২০০২ইং-এর ছাড়পত্র বিষয়ক পরিপত্র মূলে এবং অধিপ্তরের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই নিয়োগ পদান করা হলো।'

এই নিয়োগের সময় ২০০২ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনপত্র আহ্বান করার সময় দেয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরের আদেশনামার স্মারক নম্বর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দফায় কিসের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া হলো তা আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু ফলাফল প্রকাশের সময় কোন অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি তাহলে কিসের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া হলো এ বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তৃতীয় দফায় এভাবেই দুর্নীতির মাধ্যমে ২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি মানা হয়নি বরং একদিকে করা হয়েছে দলীয়করণ অন্যদিকে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

এরপর আবারও চতুর্থ দফায় ২ হাজার শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এবার ৩ মাস পর ২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্মারক নম্বর প্রাশিঅ ১৮ (নিয়োগ)০২/স.শি.ন (ফলাফল) ১৮/৬১ তারিখ ৩.০১.০৪ইং তারিখ দেখিয়ে আদেশনামা জারি করে সারাদেশে ২ হাজার সহকারী শিক্ষক পদে অবৈধভাবে নিয়োগ প্রদান করে। এক্ষেত্রেও কিসের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া হলো তা উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, ২০০২ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করার আবেদনপত্র আহ্বান করার পর আবেদনকারীদের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করার পর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তারপর মৌখিক পরীক্ষা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে ৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের তালিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ নিজ নিজ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই সময় কোন অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষামাণ তালিকা প্রকাশ করার পর দফায় দফায় তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ দিতে আইনগত কোন বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু এ সবকিছুই না করে কিসের ভিত্তিতে ৩ দফায় এভাবে নিয়োগ দেয়া হলো তা বোধগম্য নয়। এতে করে বোঝার উপায় নেই আদৌ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হলো, নাকি আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে দেয়া হলো তা তারা জানেন না। ৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি বেআইনি এতে নজিরবিহীন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে তারা জানান। তারা আরও বলেন, অপেক্ষমাণদের তালিকা প্রকাশ করা হলে বোঝা যেত মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যাদের নিয়োগ দেয়া হলো ফলাফল প্রকাশ করার অনেক দিন পর তারা মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পাননি। পেয়েছে টাকা আর সরকারদলীয় লোক হিসেবে। ওই পরীক্ষার সব কাগজপত্র পরীক্ষা করলে প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে তারা মনে করেন।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২০০২ সালে সারাদেশে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়ার নামে হয়েছে চরম অনিয়ম, দুর্নীতি। তিনি বলেন, একবার ফলাফল প্রকাশ করার পর নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করার পর একই তারিখ দেখিয়ে স্মারক নম্বর পরিবর্তন করে কিভাবে নিয়োগ দেয়া হলো তা তারাও হতবাক হয়েছেন; কিন্তু করার কিছুই ছিল না। কারণ তৎকালীন জোট সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ অনেক বড় কর্মকর্তা এসব ঘটনার মূল নায়ক। তিনি বলেন, পরে আরও দুদফায় ৪ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়াটিও বেআইনি হয়েছে। এ ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ে তদন্ত করা হলে প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে, সেই সঙ্গে দায়ীদের মুখোশও উন্মোচিত হবে বলে তিনি মনে করেন।